ইউনিট ৮: শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও এদের কর্মপরিধি

ভূমিকা

দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা মানুষকে আলোকিত ও কর্মক্ষম করে উৎপাদনশীল মানব সম্পদে পরিনত করে। আর এই শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষা সংশিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের অবদান অনেক।

বাংলাদেশে যে সকল প্রতিষ্ঠান শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর মধ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)-এর নাম উল্লেখ্যযোগ্য।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ও এর গুণগত মান উন্নয়নের এ সকল প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এসব সংগঠন সম্পর্কে ধারণা প্রদান এ ইউনিটের প্রদান লক্ষ্য।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ–

পাঠ ৮.১: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) পরিচিতি ও এর কর্মপরিধি

পাঠ ৮.২: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পরিচিতি ও এর কর্মপরিধি

পাঠ ৮.৩: বাংলাদেশ শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিচিতি ও কর্মপরিধি

পাঠ ৮.৪: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) পরিচিতি ও কর্মপরিধি

পাঠ ৮.১: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) পরিচিতি ও এর কর্মপরিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর কর্মপরিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ময়মনসিংহে অবস্থিত সেটা ১৯৬৯ সালে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ (জেটিসি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় দুই বছর মেয়াদি ইন্টারমিডিয়েট ইন এডুকেশন (আইএড) কোর্স পরিচালিত হত। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জুনিয়র ট্রেনিং কলেজগুলো পরিবর্তন হয়ে কলেজ অব এডুকেশন নামে শুরু হয়।

পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে ময়মনসিংহ কলেজ অব এডুকেশনে মৌলিক শিক্ষা একাডেমি (Academy for Fundamental Education) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে এর নামকরণ করা হয়। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও (National Academy for Primary Education)। ২০০৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকে একাডেমি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়।

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষিত ও পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। নেপের প্রশাসনিক ব্যবস্থপনায় নির্বাহী কর্মকর্তা- একজন মহাপরিচালক। নেপের কাজে সহায়তা করার জন্য ১ জন পরিচালক, ২ জন উপ-পরিচালক, প্রতিটি বিভাগে ১ জন সিনিয়র বিশেষজ্ঞসহ ৪২ জন বিশেষজ্ঞ এবং ১ জন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ সর্বমোট ৯৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে।

তাছাড়া নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কাজ অনুমোদন দানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ এর বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালক (নেপ) সদস্য সচিব।

বাংলাদেশ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) বোর্ড

বাংলাদেশ সি-ইন-এড ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বোর্ডের অধীনে সারা দেশে ৫৬টি সরকারি এবং ৩টি বেসরকারি পিটিআই রয়েছে। সি-ইন-এড বোর্ডের অধীনে বর্তমানে ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স এবং ১ বছর ব্যাপী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। পদাধিকার বলে নেপ-এর মহাপরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং নেপ-এর পরিচালক নেপ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

নেপ এর কর্মপরিধি

বিভিন্ন একাডেমিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য নেপ-এ ৭টি অনুষদ রয়েছে।

- পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ;

- ভাষা অনুষদ;
- সমাজবিজ্ঞান অনুষদ;
- বিজ্ঞান ও অনুষদ;
- গবেষণা ও শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অনুষদ;
- মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ;
- ট্রেস্টিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন অনুষদ।

উপরে উল্লিখিত ৭টি অনুষদের মাধ্যমে নেপের বিভিন্ন একাডেমিক কাজ পরিচালিত হয়।

নেপ এর কার্যাবলি

- মানব সম্মত প্রথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও সে অনুসারে প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা।
- প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়ন ও শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক উপকরণ তৈরি করা।
- সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) ও ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারী এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক রচনা সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেয়া।
- প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেমিনার, সভা, ওয়ার্কসপ এর আয়োজন করা।

প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, পিটিআই ও ইউআরসি এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কোথায় অবস্থিত।
   ক. খুলনা
   খ. বরিশাল
   গ. ময়মনসিংহ
   ঘ. ঢাকা

২. নেপ-এর প্রধান কাজ কোনটি?
   ক. বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মনিটরিং করা
   খ. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়ন
   গ. প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন
   ঘ. প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোর উন্নয়ন

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করুন।

২. সংক্ষেপে নেপ-এর কর্মপরিধি উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কীরূপ ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.২: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পরিচিতি ও কর্মপরিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন।
- এনসিটিবি এর বিভিন্ন শাখার নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- এনসিটিবি এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সংক্ষেপে এনসিটিবি নামে পরিচিত। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল স্কুল টেক্সটবুক কমিটি সঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে পাঠ্য পুস্তক আইন প্রণয়ণ করা হয় এবং এই আইনের ভিত্তিতে "স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড" নামে একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬, ১৯৬১ এবং ১৯৬৩ সালে এই সংস্থার বিভিন্ন রূপ দেয়া হয়।

একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজনে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও প্রণয়নের জন্য "বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড" গঠন করা হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে ন্যাশনাল কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এনএসডিসি) প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরিশেষে ১৯৮৩ সালের ২রা অক্টোবর শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড এবং ন্যাশনাল কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টারকে একত্রিত করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠন করা হয়।

বর্তমানে এনসিটিবিতে চারটি শাখা রয়েছে

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন শাখা;
- প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম উন্নয়ন শাখা;
- পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সম্পাদন শাখা;
- অর্থনৈতিক শাখা।

বর্তমানে এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন চেয়ারম্যান। বোর্ডের প্রতিটি প্রধান শাখার প্রধান হলেন একজন সদস্য। এছাড়া বোর্ডের সার্বিক কর্মকান্ড দেখার জন্য প্রশাসনিক শাখার প্রধান হলেন একজন সচিব। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে প্রতিটি প্রধান শাখায় উপশাখা রয়েছে। প্রতিটি উপ-শাখায় কয়েকজন উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও গবেষণা কর্মকর্তা রয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক শাখায় পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা রয়েছেন। অর্থ শাখায় প্রধান হিসাবরক্ষন কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন। তাছাড়া বোর্ডের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মচারী দায়িত্ব পালন করছে।

এনসিটিবি'র কার্যাবলি

এনসিটিবি'র ভিশন হল

ক্রমপরিবর্তনশীল সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য

শিক্ষা বিষয়ক নবতর ধারা সংযোজনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিক পরিমার্জিত ও উন্নয়ন এবং সৃজনশীল, যৌক্তিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থী গঠনের লক্ষ্যে কার্যকরী ও টেকসই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন।

ভিশন ও লক্ষ্য অর্জনে এনসিটিবি'র কার্যাবলি হল–

১. প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তর ও শ্রেণির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, নবায়ন ও পরিমার্জন।
২. প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের কার্যকারিতা (প্রাক-পরীক্ষা) এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা।
৪. প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত, সকল শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যবই সম্পাদনপূর্বক প্রকাশনা, অনুমোদন ও বিতরণের ব্যবস্থা।
৫. লাইব্রেরী বই ও সহায়ক গ্রন্থের অনুমোদন দান।
৬. পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাক্রম বিতরণ কার্যক্রম ব্যবস্থা।
৭. বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক এবং সম্পূরক শিক্ষোপকরণ যেমন– শিক্ষক নির্দেশিকা, প্রশ্নপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রণয়ন বা তৈরির ব্যবস্থা।
৮. শিক্ষাক্রম মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পরিচালনা।
৯. শিক্ষার্থী কৃতিত্বের যাচাই এর জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ও পরিমার্জিনের ব্যবস্থা।
১০. তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শেখানোর কৌশল উদ্ভাবনের ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিনঃ

১. ইস্টবেঙ্গল স্কুল টেক্সটবুক কমিটি কেন গঠন করা হয়?
ক. শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের জন্য
খ. পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নের জন্য
গ. শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়নের জন্য
ঘ. শিক্ষা উপকরণ তৈরির জন্য

২. প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণের জন্য ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কোন সংস্থা কাজ করে?
ক. স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড
খ. এনসিডিসি
গ. এনসিটিবি
ঘ. বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে এনসিটিবি'র ইতিহাস বর্ণনা করুন।
২. এনসিটিবি'র বিভিন্ন শাখার নাম উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. এনসিটিবি'র কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.৩: বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিচিতি ও কর্মপরিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যানবেইস এর কার্যাবলি উল্লেখ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

স্বাধীনতা মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় গঠিত ড. মুহাম্মদ কুদরত এ খুদা শিক্ষা কমিশনের ১৯৭৪ সালে প্রণীত সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশে পৃথক একটি শিক্ষাতব্য প্রতিষ্ঠার গঠনের জন্য ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরে "বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ব্যানবেইস শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংযুক্ত দপ্তর। ব্যানবেইস একজন পরিচালক কর্তৃক পরিচালিত হয়। এ সংস্থা শিক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য এজেন্সিকে সরবরাহ করে। এটি পেশাগতভাবে পরিচালিত একটি সংগঠন। এর একটি পরিসংখ্যান বিভাগ, ডকুমেন্টেশন, পাঠাগার ও প্রকাশনা বিভাগ, কম্পিউটার শাখা ও প্রশাসনিক ইউনিট রয়েছে। এ সংস্থার কর্মকান্ডে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য রয়েছে পরিসংখ্যানবিদ। আইসিটি বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং ডকুমেন্টেশন বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান কার্যক্রম ছাড়াও শিক্ষা সেক্টরে আইসিটি কার্যক্রম সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

ব্যানবেইস এর কার্যাবলি

ব্যানবেইস জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা বিষয়ক সকল তথ্য সংগ্রহ, ডকুমেন্টেশন, শিক্ষামূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত। এর প্রধান প্রধান কার্যাবলি হলো–

১. শিক্ষা বিষয়ক তথ্য কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে।
২. শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে।
৩. শিক্ষা বিষয়কে জরিপ পরিচালনা করে।
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা ও সেগুলোর ভূমিকা বিষয়ক তথ্যাদি প্রণয়ন করে।
৫. শিক্ষা বিষয়ক প্রকাশনা, গ্রন্থ সংগ্রহ এবং লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করে।
৬. শিক্ষা বিষয়ক গবেষনা কাজে সহায়তা প্রদান করে।
৭. আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে শিক্ষা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করে।
৮. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে।
৯. শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন বিভাগসমূহের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রকাশ করে।
১০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা, পাঠদান অবস্থা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত তথাদি প্রণয়ন।
১১. বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকার কর্তৃক বেতন-ভাতাদির দেয় অর্থ প্রদানের লক্ষ্যে এমপিও প্রণয়ণ।

১২. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক তথ্যসংক্রান্ত প্রোফাইল এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও সামগ্রিক ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।

১৩. শিল্প বিষয়ক রিপোর্ট, লিফলেট, ব্রুসিয়ার, টেলিফোন গাইড, বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশ।

তাছাড়া ব্যানবেইস প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য অর্জন, সমন্বিত শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান বিনির্মাণ, ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, আই.সি.টি প্রশিক্ষণ ও আই.সি.টি শিক্ষা প্রসার ঘটিয়ে জাতীয় উন্নয়ন, তথ্য ও তথ্য নির্ভর পরিকল্পনা নিশ্চিত করা এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য কার্যাবলি নিম্নরূপ–

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত Online জরিপ পরিচালনা, বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি এবং সকল সুবিধাভোগী সংস্থাসমূহে বিতরণ।

২. শিক্ষা সেক্টরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কার্যক্রম পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অধীন নিয়ে আসার জন্য আধুনিক শিক্ষা জিআইএস (GIS) পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সরবরাহ।

৩. ব্যানবেইস এর বিশেষায়িত লাইব্রেরিকে আধুনিক অটোমেশন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে ডিজিটাল লাইব্রেরি পরিচালনা এবং শিক্ষায় জাতীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রকে ই-বুক পদ্ধতির আওতায় সকলের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. ব্যানবেইস-এ প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ল্যাব-এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহার এবং আইসিটি শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রতিটি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যানবেইস শিক্ষাক্ষেত্রে কোন ধরনের ভূমিকা রাখে?
   ক. শিক্ষকদের নিয়োগের ব্যবস্থা করে
   খ. শিক্ষকদের বেতন অনুদান বিতরণের দায়িত্ব এ সংস্থার
   গ. শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা
   ঘ. শিক্ষা অফিসারদের নিয়োগ প্রদান করা

২. ব্যানবেইস কোন অর্থ বৎসরে প্রতিষ্ঠিত হয়?
   ক. ১৯৭৫-১৯৭৬
   খ. ১৯৭৬-১৯৭৭
   গ. ১৯৭৭-১৯৭৮
   ঘ. ১৯৭৮-১৯৭৯

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্যানবেইস এর পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. ব্যানবেইস এর প্রধান প্রধান কাজ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ব্যানবেইস কীরূপ ভূমিকা রাখে– তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.৪: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) পরিচিতি ও কর্মপরিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নায়েম এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে পারবেন।
- নায়েমের বিভিন্ন বিভাগের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- নায়েমের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

নায়েম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৯ সালে এটি এডুকেশন এক্সটেনশন (EEC) সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৫ সালে এ সংস্থা বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (BEERI) হিসেবে বাংলাদেশের কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক, প্রশাসক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়োজিত ছিল। অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস ও কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে (NIEMR) ও বিরি (BEERI)-কে একীভূত করে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর এডুকেশনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সটেনশন এন্ড রিচার্স (NIEAER) নামে অভিহিত করেন। নিয়েয়ারকে আবারও পরিবর্তন করে ১৯৯২ সালে জাতীয় ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) হিসাবে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে এর প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, মহাপরিচালক এই একাডেমির নির্বাহী প্রধান। তাছাড়া ৪ জন পরিচালকসহ ৯৭ জন কর্মকর্তা এবং প্রায় শতাধিক কর্মচারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত রূপকল্প ও অভিলক্ষ অর্জনে নায়েম নিরলস কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে।

নায়েম এর কার্যাবলি

নায়েম এ চারটি বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগগুলো হলো– পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন বিভাগ, প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ এবং গবেষণা ও তথ্যায়ন বিভাগ।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ

নায়েমের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যসমূহের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নকশা প্রণয়ন করা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব।

একটি নির্দিষ্ট বছরের জন পরিকল্পিত সার্বিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসম্বলিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন করা এ বিভাগের একটি কাজ। এ বিভাগের সাথে একাডেমিক আইসিটি সেল সংযুক্ত।

প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন বিভাগ

শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা নায়েমের প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের শিক্ষাক্রম নকসা প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। তাছাড়া এ বিভাগের কর্মরত সদস্যগণ বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপের আয়োজন ও পরিচালনা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি, কোর্স রিপোর্ট তৈরি এবং প্রশিক্ষণ

সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তা করেন। নায়েম এস.এস.সি.এম, এ.সি.ই.এম শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি কোর্স, আইসিটি কোর্স, শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোর্স, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স, গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কোর্স ইত্যাদি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি ও প্রকাশ করে থাকে।

নায়েম ২৬ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে– এস.এস.সি.এম, এ.সি.ই.এম, বুনিয়াদি কোর্স, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স, শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি কোর্স, শিখন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোর্স, আইসিটি কোর্স, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স, গ্রন্থাগার পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা কোর্স, অফিস ব্যবস্থপনা প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কোর্স ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্স (সকল) ইত্যাদি।

প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ

নায়েম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন প্রশাসনিক কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও এ বিভাগ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা এবং সেমিনার আয়োজন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সহায়তা প্রদান করে। হিসাব নিকাশ রাখা ও বাজেট তৈরি করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এ বিভাগ সম্পাদন করে থাকে। নায়েমের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত কাজ এবং বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজেও এ বিভাগ সহায়তা করে থাকে। এ ছাড়াও প্রশিক্ষণ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কাজও এ বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে।

গবেষণা ও তথ্যায়ন বিভাগ

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা, ফলোআপ এবং কেস স্টাডি গবেষণা ও তথ্যায়ন বিভাগ করে থাকে। প্রতি বছর নায়েম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য সংস্থার গবেষকদের নিকট থেকে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করে। এ বিভাগ নিয়মিত নিউজ লেটার, তৈমাসিক প্রকাশনা, নায়েম জার্নাল, নায়েমের অর্ধবাষিকী প্রকাশনা এবং বার্ষিক রিপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এ বিভাগ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপর পুস্তক প্রকাশে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

তাছাড়া নায়েম এর রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য নিম্নরূপ–

রুপকল্প
আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর।

অভিলক্ষ্য
মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে শিক্ষকবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

নায়েমের কার্যাবলি

১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
২. শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ ও সংস্কারে সহায়তা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান, কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে প্রসার ঘটানো।
৩. আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণে নবতর ধারা বা আর্ন্তজাতিকমানে উন্নীতকরণে এবং অব্যাহত উন্নয়নের লক্ষ্যে নায়েম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কত সালে "নায়েম" নামকরণ করা হয়?
   ক. ১৯৮৯ খ্রী:
   খ. ১৯৯০ খ্রী:
   গ. ১৯৯১ খ্রী:
   ঘ. ১৯৯২ খ্রী:

২. শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত কলেজ শিক্ষকদের জন্য নায়েম কী কোর্স পরিচালনা করে?
   ক. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স
   খ. বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স
   গ. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স
   ঘ. শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোর্স

৩. নায়েম কতটি বিভাগের মাধ্যমে কার্য-সম্পন্ন করে থাকে?
   ক. ২টি
   খ. ৩টি
   গ. ৪টি
   ঘ. ৫টি

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নায়েমের রূপকল্প কী?
২. নায়েমের অভিলক্ষ্য বিবৃত করুন।
৩. নায়েমের ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. নায়েমের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করুন।
২. নায়েমের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন।
৩. প্রশিক্ষণের গুণগতমান উন্নয়নে নায়েমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।